কৃষিই সমৃদ্ধি

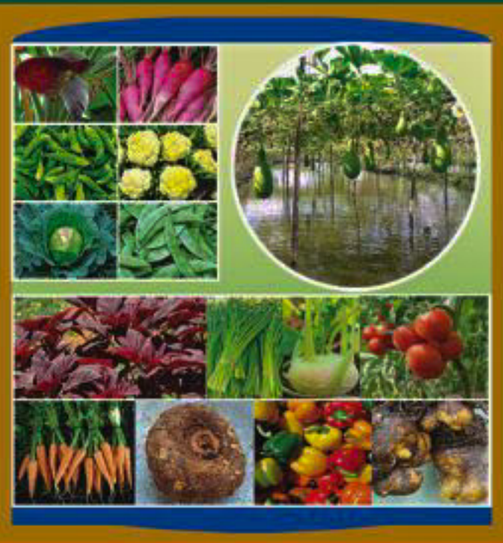

কৃষি মন্ত্রণালয়

জাতীয় সবজি মেলা ২০১৮

১৪-১৬ জানুয়ারি

সারা বছর সবজি চাষে
পুষ্টি-স্বাস্থ্য-অর্থ আসে

বাণী

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।
০১ মাঘ ১৪২৪
১৪ জানুয়ারি ২০১৮

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'জাতীয় সবজি মেলা-২০১৮' এর আয়োজনকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষে আমি মেলায় অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তা, দর্শনার্থী, ক্রেতা ও মেলা আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

শাকসবজি আমাদের দেহ ও মনকে সুস্থ রাখার প্রয়োজনীয় নানা ভিটামিন ও খনিজ লবণে সমৃদ্ধ। দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদা পূরণের মাধ্যমে শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখতে শাকসবজির ভূমিকা অপরিসীম। বর্তমান সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ আজ শাকসবজি ও খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশেও শাকসবজি রফতানি হচ্ছে। তাই বহুমুখী সবজি চাষের মাধ্যমে রফতানি ও বাজার সম্প্রসারণে উদ্যোগী হতে হবে। এছাড়া কীটনাশক ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সচেতন হওয়া আবশ্যক। পাশাপাশি আমাদের মাটি ও জলবায়ু বিভিন্ন শাকসবজি চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। প্রতিটি আবাদযোগ্য জায়গায় পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন মৌসুমি শাকসবজির চাষাবাদ করলে একদিকে যেমন পুষ্টি চাহিদা পূরণ হবে অন্যদিকে আর্থিকভাবে যথেষ্ট লাভবান হওয়া যাবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয় সবজি মেলার এবারের প্রতিপাদ্য 'সারা বছর সবজি চাষে, পুষ্টি-স্বাস্থ্য-অর্থ আসে' অত্যন্ত যৌক্তিক ও সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

সাম্প্রতিক সময়ে দেশে সবজি আবাদ ও উৎপাদন রেকর্ড পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। অগ্রযাত্রার এ ধারাকে টেকসই রূপ দিতে সারাবছর চাষ উপযোগী সবজির জাত ও কলাকৌশল উদ্ভাবন এবং সম্প্রসারণের জন্য আমি সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানাই। জাতীয় সবজি মেলা আয়োজনের মধ্য দিয়ে উত্তম কৃষি পদ্ধতি অনুসরণ করে সবজি আবাদ, সরবরাহ ও বিপণন, সংরক্ষণ, পুষ্টি চাহিদা পূরণসহ সার্বিক বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি 'জাতীয় সবজি মেলা ২০১৮'-এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

সারা বছর সবজি চাষে, পুষ্টি-স্বাস্থ্য-অর্থ আসে

কৃষিবিদ মো. আব্দুল আজিজ, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

স্বাধীনতা পরবর্তীতে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে সবুজ বিপ্লবের ডাকের মাধ্যমে বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়নের শুভ সূচনা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এবং মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি মহোদয়ের নিরলস প্রচেষ্টায় দেশ আজ দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। সবজি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ অত্যন্ত সফল। স্বাধীনতার পর থেকে এখন দেশে সবজির উৎপাদন বেড়েছে প্রায় পাঁচগুণ এবং সবজি উৎপাদনের বার্ষিক বৃদ্ধির হারের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। উল্লেখ্য, ২০০৭-০৮ অর্থবছরে দেশে সবজি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৮৯ লাখ টন এবং ২০১৬-১৭ বছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ১ কোটি ৬০ লাখ টন।

এক সময় নানারকম সবজির জন্য শীতকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো। এখন সারা বছরই বিভিন্ন প্রকার সবজি পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশের কৃষিবিদ এবং আমাদের কৃষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আবাদি জমির পাশাপাশি জমির আইল, বাড়ির উঠোন, ঘরের চালা, মাচা কিংবা ভাসমান পদ্ধতিতে পানির ওপর, এমনকি শহরের অট্টালিকায় ছাদে সবজির চাষ হচ্ছে। যার কারণে গত কয়েক বছরে দেশে রীতিমতো সবজি বিপ্লব ঘটে গেছে। প্রতি বছর বিশ্বের ৫০টি দেশে প্রায় ৭০০ কোটি টাকার সবজি বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হচ্ছে। কাঁচামালের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষিনির্ভর উদ্যোক্তার সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, এর ফলে একদিকে যেমন বেকারত্ব হ্রাসে ভূমিকা থাকছে, অন্যদিকে অর্থনীতির চাকাকেও সচল রাখছে। এটা নিঃসন্দেহে সরকারের জন্য বড় একটি অর্জন।

খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের পাশাপাশি পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে আমাদেরকে জাতীয় পর্যায়ে ফল ও সবজির উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। উল্লেখ্য, পুষ্টিবিদদের মতে একজন মানুষের প্রতিদিন প্রায় ২২০ গ্রাম সবজি খাওয়া দরকার। বর্তমান এ চাহিদা পূরণের জন্য উৎপাদন যেমন বাড়ানো দরকার, তেমনি দরকার জনগণকে সচেতন করে সবজি খাওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধির। একটি শক্তিশালী জাতি ও দেশ গঠনে সবজি গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি, কারণ সবজি মেধা বিকাশে সহায়তা করে এবং অনেক রোগের প্রতিরোধক হিসেবেও কাজ করে যা মেধাবী এবং সবল জাতি গঠনে অত্যন্ত সহায়ক। বছরব্যাপী সবজি উৎপাদন ও পুষ্টি চাহিদা পূরণসহ জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় সবজি মেলা ২০১৮ এর প্রতিপাদ্য রাখা হলো 'সারা বছর সবজি চাষে, পুষ্টি-স্বাস্থ্য-অর্থ আসে'।

তিন দিনব্যাপী কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) চত্বরে আয়োজিত এবারের জাতীয় সবজি মেলায় বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রায় শতাধিক স্টলসমূহ সাধারণ দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। মেলাকে আরও সফল করতে উদ্বোধনী দিন ১৪ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে একটি আকর্ষণীয় র‍্যালিসহ কেআইবি অডিটরিয়ামে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে।

বছরব্যাপী সবজি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ প্রতিদিন সবজি গ্রহণের অভ্যাস গড়ে তুলতে এবং জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে 'জাতীয় সবজি মেলা ২০১৮' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। □

বাণী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১ মাঘ ১৪২৪
১৪ জানুয়ারি ২০১৮

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'জাতীয় সবজি মেলা ২০১৮' অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

এবারের সবজি মেলার প্রতিপাদ্য 'সারা বছর সবজি চাষে, পুষ্টি-স্বাস্থ্য-অর্থ আসে' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বিশ্বে সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। বাংলাদেশের উর্বর মাটি ও আবহাওয়া সবজি চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। স্বল্প সময়ে অল্প ব্যয়ে সারা বছর শাক সবজি চাষের মাধ্যমে কৃষকরা তাদের জীবন-মান উন্নয়নসহ দেশের আর্থিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়তে আওয়ামী লীগ সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে বিগত ৯ বছরে আমরা কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি। আমরা কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে কৃষিবান্ধব নীতি গ্রহণ করেছি। সার, বীজসহ সকল কৃষি উপকরণের মূল্য হ্রাস করা হয়েছে। কৃষককে সহজশর্তে ও স্বল্পসুদে ঋণ সুবিধা প্রদান, ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগসহ কৃষকদের নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। বছরব্যাপী আবাদ উপযোগী উচ্চফলনশীল ও পরিবর্তিত জলবায়ু সহনশীল সবজির জাত উদ্ভাবনে কৃষি বিজ্ঞানীদের প্রয়োজনীয় প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। ফলে শাক সবজিসহ সব ধরনের কৃষিপণ্য উৎপাদনে আমরা ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছি। আমরা সবজির সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বাজারজাতকরণেও গুরুত্বারোপ করেছি। আমাদের সরকার পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে বিষমুক্ত সবজি চাষে জোর দিয়েছে।

আমি আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সবজিসহ কৃষির সামগ্রিক উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, পুষ্টিসমৃদ্ধ, মেধাবী জাতি গঠনে আমরা সক্ষম হব।

আমি 'জাতীয় সবজি মেলা ২০১৮'-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

বাণী

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবার ১৪-১৬ জানুয়ারি ২০১৮ 'জাতীয় সবজি মেলা' এর আয়োজন করা হয়েছে। জাতীয় সবজি মেলা ২০১৮ এর প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে-"সারা বছর সবজি চাষে, পুষ্টি-স্বাস্থ্য-অর্থ আসে" যা অত্যন্ত সময়োপযোগী ও যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

পরিবর্তিত জলবায়ু ও প্রতিকূল পরিবেশে লাগসই কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন করে জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। স্বাধীনতার পর থেকে গত চার দশকেরও বেশি সময়ে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে এবং দেশে কৃষি জমি আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে; তথাপিও শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে তিন গুণেরও বেশি। এটি সম্ভব হয়েছে কৃষিকে অগ্রাধিকার দিয়ে খাদ্য উৎপাদনে আধুনিক, উন্নত ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার, অধিক উৎপাদনশীল কৃষি পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও যথাযথ প্রয়োগ জোরদার করার পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে। বর্তমান শেখ হাসিনার সরকার খাদ্য নিরাপত্তা বিধানের জন্য কৃষি গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদারকরণ, বিজ্ঞানের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন, কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহজ শর্তে কৃষককে ঋণ প্রদান, কৃষি উপকরণ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষি কার্ড প্রদান, সুষম সার ব্যবহার, ভাসমান কৃষি সম্প্রসারণ, বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ে প্রণোদনা প্রদান, সেচকাজে ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি, বনাঞ্চলের উপযোগী দক্ষ কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন, সময়োপযোগী প্রণোদনা ও পুনর্বাসন প্রভৃতি কৃষিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বছরব্যাপী শাকসবজি চাষের জন্য এদেশের আবহাওয়া ও মাটি বেশ উপযোগী। বাংলাদেশে ১৫৬ ধরনের শাকসবজি উৎপন্ন হয়। বছরে উৎপাদিত সবজির পরিমাণ প্রায় ১৬০.৪২ লক্ষ মেট্রিক টন। শাকসবজিতে ভিটামিন এ, বি, সি, ফলিক এসিড, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, খনিজ পদার্থ ও লৌহ থাকে, যা মানুষের জীবন-ধারণ ও বেঁচে থাকার জন্য জরুরি। স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও গ্রামীণ উন্নয়নে সবজি চাষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। এরই মধ্যে বাণিজ্যিকভিত্তিতে দেশে প্রায় ৩০ রকমের শাকসবজি চাষ করা হচ্ছে। সবজি খামার এবং সবজি রপ্তানির মাধ্যমে অনেকেই স্বাবলম্বী হচ্ছেন। জীবিকা নির্ভর কৃষি রূপান্তরিত হচ্ছে বাণিজ্যিক কৃষিতে। বর্তমানে গ্রামীণ নারীরাও সবজি উৎপাদনের মাধ্যমে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখছেন। ফলশ্রুতিতে সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ আজ পৃথিবীতে তৃতীয়। সবজি চাষ ও ফসল উৎপাদনে জলাবদ্ধ এলাকায় ভাসমান কৃষির মাধ্যমে আমরা বৈশ্বিক স্বীকৃতি অর্জন করেছি। বছরব্যাপী বেগুন, পটোল, ঢেঁড়স, টমেটো, লাউ, মিষ্টিকুমড়া, করলা, গাজর, ফুলকপি, বাঁধাকপি-এসব সবজি উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষকের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটছে। সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে অমৌসুমেও আমরা পুষ্টির চাহিদা মেটাতে পারি। অল্প বিনিয়োগে বছরব্যাপী সবজি চাষ কৃষিক্ষেত্রে বহুমাত্রিক অবদান রাখতে পারে। সবজি উৎপাদনের পাশাপাশি যথাযথ সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, উচ্চ মূল্যমান সম্পন্ন সবজি ফসল উৎপাদন ও জৈব কৃষিভিত্তিক কৃষিপণ্য উৎপাদন ব্যবস্থাপনাই হবে ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনাময় খাত।

বর্তমান জনবান্ধব সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঘোষিত রূপকল্প-২০৪১ অনুযায়ী বাংলাদেশকে শান্তিপূর্ণ, সুখী-সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আর এ লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলার বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

জাতীয় সবজি মেলা ২০১৮ আপামর জনসাধারণকে শাকসবজি উৎপাদন, বিপণন ও পুষ্টির বিষয়ে সচেতন করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমি

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মতিয়া চৌধুরী এমপি)

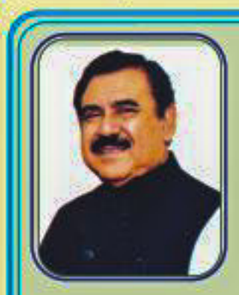

বাণী

মন্ত্রী
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৪-১৬ জানুয়ারি 'জাতীয় সবজি মেলা ২০১৮' উদযাপন হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ বছরের প্রতিপাদ্য 'সারা বছর সবজি চাষে, পুষ্টি-স্বাস্থ্য-অর্থ আসে' অত্যন্ত যৌক্তিক ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি।

সবজি উৎপাদনে দেশে বিপ্লব ঘটেছে। সবজি উৎপাদনে বিশ্বে আমরা এখন তৃতীয় অবস্থানে। এ অর্জন ও সফলতা আমাদের ধরে রাখতে হবে। সবজি উৎপাদন করে এ দেশের কৃষক ভাইরা অর্থনৈতিকভাবে নিজেরা লাভবান হওয়ার সাথে সাথে দেশের সার্বিক জিডিপি বৃদ্ধিতে অবদান রাখছেন। দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৩৫.৭ ভাগ মানুষ শহরাঞ্চলে বসবাস করেন, যার সংখ্যা প্রায় ৬ কোটি। এই শহরবাসী মূলত নির্ভর করে গ্রামাঞ্চলে উৎপাদিত শাকসবজির উপর। কিন্তু শহরাঞ্চলের লোকজন সবজি ফলাচ্ছেন নিজ নিজ উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিচ্ছিন্নভাবে। একটি সমন্বিত কর্মসূচির অধীনে শহরাঞ্চলকে সবজি চাষের আওতায় আনা গেলে অনেক বেশি সুফল পাওয়া যেতে পারে। গ্রামে-গঞ্জে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে আমাদের নারী সমাজকে সংগঠিত করতে হবে এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তুলতে হবে। তাঁরা পরবর্তীতে এসব শিল্পে অংশগ্রহণ করে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন এবং তাদের আর্থিক সচ্ছলতা ফিরে আসবে।

আমাদের ইতিহাস সাক্ষী দেয় পৃথিবীর বাণিজ্য মূলত নৌবন্দরভিত্তিক। আমাদের নদীমাতৃক দেশেও এর ব্যতিক্রম নয়। এ দেশে নদীভিত্তিক কৃষি বাণিজ্যের প্রসার সম্ভাবনা আর চলমান কার্যক্রম আমাদের উৎসাহ দেয়, আশান্বিত করে। সুলভমূল্যে কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের নিমিত্ত নৌপথে সবজিসহ অন্যান্য কৃষিপণ্য পরিবহন আগামীতে আরও মাত্রা পাবে। অভ্যন্তরীণ বাজার চাহিদা এবং রপ্তানির জন্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সবজি উৎপাদনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে এবং তার সিংহভাগ নৌপরিবহনভিত্তিক। কৃষি বিজ্ঞানীরা সবজির উন্নত জাত, উৎপাদন প্রযুক্তি ও সংরক্ষণ পদ্ধতি উদ্ভাবন করবেন এবং কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী ও সংশ্লিষ্ট সরকারি, বেসরকারি মাঠ সম্প্রসারণ কর্মীরা তা চাষি ভাই ও ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ে ছড়িয়ে দেবেন পুরো দেশে।

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখিয়েছেন, তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদের উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। কৃষি ও কৃষকবান্ধব এ সরকার সবার জন্য খাদ্য নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি তথা কৃষকের ভাগ্য উন্নয়নে এরই মধ্যে দৃশ্যমান অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

আমি জাতীয় সবজি মেলা ২০১৮ এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী ও 'মাদার অব হিউম্যানিটি' শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জঙ্গি ও সন্ত্রাস প্রতিরোধ করে শান্তি, গণতন্ত্র, উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশ দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে- ইনশাআল্লাহ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শাজাহান খান, এম.পি

বাণী

সিনিয়র সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আগামী ১৪-১৬ জানুয়ারি ২০১৮ তৃতীয়বারের মতো দেশব্যাপী আয়োজিত 'জাতীয় সবজি মেলা' উদযাপিত হতে যাচ্ছে। 'জাতীয় সবজি মেলা ২০১৮' এর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "সারা বছর সবজি চাষে, পুষ্টি-স্বাস্থ্য-অর্থ আসে" যা সময়োপযোগী। পুষ্টি সমৃদ্ধ নিরাপদ সবজি উৎপাদন ও সর্বসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ মেলার আয়োজন।

গত এক যুগে দেশে রীতিমতো সবজি বিপ্লব ঘটে গেছে। সবজি উৎপাদন বৃদ্ধির হারের দিক থেকে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে তৃতীয়। স্বাধীনতার পর থেকে দেশে সবজির উৎপাদন বেড়েছে ৫ গুণ। গত এক দশকে প্রতি বছর বাংলাদেশে সবজির আবাদি জমির পরিমাণ ৫ শতাংশ হারে বেড়েছে। ফলশ্রুতিতে দেশে সবজির উৎপাদন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ৬২ লাখ কৃষক পরিবার রয়েছে, এ কৃষক পরিবারগুলোর প্রায় সবাই কমবেশি সবজি চাষ করে থাকে। অধিক পরিমাণ সবজি চাষের মাধ্যমে আমরা আমাদের পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতি ও জীবনমানের উন্নয়ন ঘটছে। ফলে দেশ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG).২- 'ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টি অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার' অর্জনে একধাপ এগিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমানে শাকসবজি চাষ অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় খাত। বাংলাদেশ থেকে ইতোমধ্যে মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে সবজি রপ্তানি হচ্ছে। এক্ষেত্রে উচ্চ মূল্যমান সম্পন্ন সবজি উৎপাদনে উন্নত বীজ, উন্নত প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ধরনের কলাকৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে উত্তম কৃষি পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, যাতে উৎপাদিত পণ্য বিশ্ব বাজারে প্রবেশে কোনো বাধার সম্মুখীন না হয়। তবে শুধু সবজি উৎপাদনই নয়, এর যথাযথ সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে।

জাতীয় সবজি মেলা ২০১৮ কে সফল করতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করি, আমাদের এ আয়োজন জনগণকে শাকসবজি উৎপাদন ও পুষ্টির বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

(মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ)

ডিজাইন

কৃষি তথ্য সার্ভিস
খামারবাড়ি, ঢাকা
ফোন : 880-2-9112260 ফ্যাক্স : 880-2-9116768
ওয়েবসাইট www.ais.gov.bd
ই-মেইল dirais@ais.gov.bd